যুগান্তর

শনিবার, ১৩ শ্রাবণ ১৪০৮
Saturday, 28 July 2001

আসছে গ্রামীণ মিউচুয়াল ফান্ড-১

বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ডের ১ বছর

নূরুর রহমান

পুঁজি বাজারে মিউচুয়াল ফান্ডের ওপর ধারণা ও অভিজ্ঞতা আছে, দেশে এমন দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। বাস্তব এই অবস্থার মধ্যে ১৯৯৭ সালে পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) বেসরকারি উদ্যোগে মিউচুয়াল ফান্ড গঠন ও পরিচালনার জন্য আইন প্রবর্তন করল। আশা করা হল এবার বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে আসবে। বাস্তবে তা হল না। পার হয়ে গেল দুটি বছর। এসইসির উদ্যোগকে সফলতার মুখ দেখাল কিছু উদ্যমী তরুণ উদ্যোক্তা। তারা দাঁড় করিয়ে ফেললেন মিউচুয়াল ফান্ডের চতুর্পক্ষীয় নেটওয়ার্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি– অ্যাসেটস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস অব বাংলাদেশ (এইমস)। আসছে দ্বিতীয় বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ড। ২০০০ সালের মার্চে এইমস যখন প্রথম বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ডের চাঁদা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করে, ততদিনে দেশের পুঁজি বাজারে ঘটে গেছে বেশকিছু নতুন ঘটনা। যার অনেকটা এই বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ডকে ঘিরে। এসইসি তাদের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গঠনের জন্য ৩ কোটি টাকার নিট সম্পদের আইনি শর্ত শিথিল করল। সাব রেজিস্ট্রার অফিস আর আইন মন্ত্রণালয়ের টানাহেঁচড়া-মারপ্যাচ সত্ত্বেও সাড়ে সতের লাখ টাকার নিবন্ধন ফি মওকুফ পেয়ে নিবন্ধন হয়ে গেল এইমস প্রথম গ্রান্টেড মিউচুয়াল ফান্ড। সাধারণ বিনিয়োগকারীরাও মিউচুয়াল ফান্ডটিকে গ্রহণ করল সাদরে। এক কোটি টাকার চাঁদার আবেদনের বিপরীতে জমা পড়ল আট কোটি টাকার আবেদন। এইমস ফান্ডের আকার পাঁচ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে করতে হল সাড়ে সাত কোটি টাকা।

প্রথম ফান্ড বাজারে আনতে এইমসকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কেবল দেশের প্রথম বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ড হিসাবেই নয়, এসইসির প্রবর্তিত জটিল আইনের অধীনে এটিই প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র ফান্ড। ফলে এটি ছিল এইমসের জন্য যেমন প্রথম অভিজ্ঞতা, তেমনি এসইসির জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেক্ষাপট। দুই পক্ষই পথচলতি বাস্তব সমস্যার সমাধান করে। এসইসি পালন করল ইতিবাচক ভূমিকা। আলোর মুখ দেখল এইমস মিউচুয়াল ফান্ড। এক্ষেত্রে ইএসি যেসব ছাড় ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল, তা ভোগ করতে অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলো না। যদিও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থে আরও বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ড আসার অনুকূল পরিবেশ ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

প্রথম বেসরকারি ফান্ড হিসাবে খুব বেশি প্রতিশ্রুতি বা প্রত্যাশা ছিল না, বিনিয়োগকারীরা ধৈর্যের সঙ্গে সব রকম সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে এইমসকে ফান্ড পরিচালনার সুযোগ করে দেয়। যার জন্য প্রথম বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ড পার হয়ে আসে তার আয়ুর প্রথম বছর। কেমন ছিল এইমসের প্রথম বছর? দেশের পুঁজি বাজার যেমন পার হয়ে এসেছে চড়াই-উৎরাই, তেমনি এইমসকেও নিশ্চয় তার মুখোমুখি হতে হয়েছে। রাজনীতির মেজাজ-মর্জি, অর্থনীতির প্রভাব-প্রতিপত্তিতে পুঁজি বাজার কখনও মুচকি হেসেছে, কখনওবা গম্ভীর থেকেছে। একটি বছরে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এইমস আরও এগিয়ে গেছে। উদ্যোগ নিয়েছে দ্বিতীয় মিউচুয়াল বন্ড ছাড়ার। এবারের উদ্যোক্তা গ্রামীণ ব্যাংক। গ্রামীণ মিউচুয়াল ফান্ড-১ নামের এই বন্ডের আকার ১৫ কোটি টাকা। এর জন্য ট্রাস্টি চুক্তি হয়ে গেছে। এসইসি এই ফান্ডের অ্যাসেট ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছে এইমসকে।

এসইসি বেসরকারি পর্যায়ে বন্ড ব্যবস্থাপনায় উৎসাহ দিতে মিউচুয়াল ফান্ড আইনের সংশোধন করেছে। বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকৃষ্ট করতে সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানির নিট সম্পদের ন্যূনতম পরিমাণ কমান হয়েছে। অংশগ্রহণকারী চার পক্ষের ভেতরে আরও সমঝোতা স্থাপনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে কিছু দায়-দায়িত্ব, অধিকার আর সীমা পুনর্বণ্টন করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ আরও বেসরকারি মিউচুয়াল ফান্ডকে উৎসাহিত করবে। তবে এর বাস্তব লক্ষণ এখনও দৃশ্যমান নয়।